

## বাংলাদেশে তালেবানি বিপ্লব কি আসন্ন ?

জঙ্গি শফিকুল্লাহ ও ফরমানের জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য ॥ যাত্রা-নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত



বগুড়া প্রতিনিধি : জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশে তালেবানি স্টাইলে একটি ইসলামি বিপ্লব ঘটাতে চায়। এ জন্য দেশব্যাপী তৈরি করা হয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক এবং একই সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের অ্যাকশন কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইয়ের একান্ত সহযোগী জামা'আতুল মুজাহিদিনের অ্যাকশন গ্রুপের সদস্য শফিকুল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দ্বিতীয় দফায় দেওয়া স্ৱীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে একথা উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে সে বলেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব তাদের এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো নেতা। তিনি বাংলা ভাইয়েরও নেতা বলে সে উল্লেখ করেছে। জানা গেছে, জামা'আতুল মুজাহিদিনই বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের (জেএমজেবি) মূল সংগঠন। জামা'আতুল সদস্যরাই জাগ্রত মুসলিম জনতার (জেএমবি) নামে বিভিন্ন স্থানে নাশকতা চালায়। নাটোর মসজিদ থেকে গ্রেপ্তারকৃত জামা'আতুল মুজাহিদিনের ১২ সদস্যের দলনেতা ফরমান আলীও তাদের শীর্ষ নেতা হিসেবে ড. গালিবের নাম উল্লেখ করেছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী জামা'আতুল যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে তাতে কয়েকটি এনজিও ও দেশীয় সংস্কৃতিকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু বোমা হামলার ঘটনাও যে তাদের কাজ তাও তাদের ভাষ্য থেকে প্রমাণ মেলে। সঙ্গত কারণেই সবার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাহলে কি দেশে একটি ইসলামি বিপ্লব আসন্ন?

গত সোমবার সন্ধ্যার পর কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে জেএমবি তথা জামা'আতুল ক্যাডার শফিকুল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্ৱীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে মঙ্গলবার তা সারাদিনই গোপন থাকে। কিন্তু সন্ধ্যার পর সাংবাদিকদের কাছে এই জবানবন্দি দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এ ব্যাপারে সবাই খোঁজখবর নিতে শুরু করে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু পত্রিকায় স্ৱীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হয়। কিন্তু শফিকুল্লাহ জেএমবির পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ায় এবং তা সাংবাদিকরা জেনে ফেলায় ওপর মহলে টনক নড়ে। আর এ কারণেই গতকাল বুধবার সকাল থেকেই শফিকুল্লাহর জবানবন্দির কপিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সরিয়ে একজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিজ হেফাজতে নেন বলে জানা গেছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে জবানবন্দিটি নিয়ে উক্ত কর্মকর্তা, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সূত্রটি জানায়, শফিকুল্লাহর

জবানবন্দিটির কিছু কিছু অংশ সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে। তাই এ বিষয়ে কী করা যায় ঐ বৈঠকের মূল লক্ষ্যই তা হবে বলে সূত্রটি জানায়।

গত ১৬ জানুয়ারি রাতে পুলিশ বগুড়ার গাবতলী উপজেলার সদুগ্রামে জামা'আতুল মুজাহিদিনের স্থানীয় নেতা জয়নালের বাড়ি থেকে শফিকুল্লাকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার করে। এ সময় জয়নাল পালিয়ে যায়। তবে পুলিশ শফিকুল্লাহর সঙ্গে জয়নালের স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করে। উভয়কেই গাবতলী থানা ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে চালান দিলেও শাজাহানপুর থানা পুলিশ তাকে উপজেলার লক্ষ্মীকোল গ্রামে যাত্রামঞ্চে বোমা হামলার ঘটনায় হত্যা, গুরুতর জখম ও বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার করে প্রথম দফায় তিনদিনের রিমান্ডে নেয়।

ঐ বোমা হামলায় ১ জন নিহত এবং অন্তত ৪০ জন আহত হয়। প্রথমত তাকে ঢাকায় ২ দিনের জন্য জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আবারো ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর তাকে আবারো জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয়। রিমান্ড শেষ হওয়ার ১ দিন আগেই তাকে বগুড়ায় আনা হয় এবং সে প্রথম দফা স্ফীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে সে জামা'আতুল মুজাহিদিনের সদস্য। লক্ষ্মীকোলায় বোমা হামলায় সে জড়িত না থাকলেও জয়নালসহ ২ জন এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

এরপর গাবতলীতে উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক ও বোমার সরঞ্জাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ এ ব্যাপারে গাবতলী থানায় একটি বিস্ফোরক আইনে মামলা করে। সেই মামলায় শফিকুল্লাহকে আসামি দেখিয়ে আবারো ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। রিমান্ড শেষ হওয়ার ১ দিন আগে গত সোমবার তাকে বগুড়ায় এনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মুস্তাফিজুর রহমানের আদালতে তাকে হাজির করা হয়। সেখানে সে দ্বিতীয় দফায় স্ফীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশেই বিপুলসংখ্যক তরুণ ও যুবককে ইসলামি বিপ্লবের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শফিকুল্লাহ সব কথাই বলেছে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে পরোক্ষভাবে। বাংলা ভাইয়ের প্রসঙ্গটি একাধিকবার উঠলেও সে প্রতিবারই বিষয়টি পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছে। তবে সে বলেছে, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের সবকটি স্থানে তাদের প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে 'ইসলামী জোশ' তথা জেহাদি মনোভাব তীব্রতর করার জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের 'ইসলামের শত্রুদের' সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত করা হয়। শফিকুল্লাহ আরো জানায়, তাদের ভেতর জেহাদি মনোভাব তৈরির জন্য ড. গালিবের বই-পুস্তিকা পড়ানো হয়।

তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, শফিকুল্লাহ পুলিশের কাছে অনেক কিছুই বললেও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া জবানবন্দি প্রদানকালে বহু বিষয়ই চেপে গেছে। সূত্রটি জানায়, পুলিশকে সে বলেছে, শুধু ড. গালিবই নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন শিক্ষক ও বিপুলসংখ্যক ছাত্র তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

এর আগে পুলিশকে সে আরো বলেছিল, তারা মনে করে আমাদের দেশে ব্র্যাক, প্রশিকাসহ এ জাতীয় এনজিওগুলো যেসব কাজ করে সেগুলো ইসলামবিরোধী। তাই এসব এনজিও কার্যক্রম বন্ধের জন্য তাদের নাশকতামূলক পরিকল্পনা রয়েছে। এদিকে গত এক সপ্তাহের মধ্যে গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জে, জয়পুরহাটের কালাইয়ায় ও নওগাঁর পোরশায় বোমা হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র থাকতে

পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। এছাড়া সে বলেছে, গান-বাজনা ইসলামবিরোধী। তাই ইসলামি বিপ্লব সফল করতে এগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হবে। এজন্যই বগুড়াসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে সে ইঙ্গিত দিয়েছে। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

আরো পড়ুন :

- শুনুনঃ জার্মান রেডিও বাংলার খবর - অধ্যাপক গালিবকে নিয়ে (🔊 **PLAY AUDIO**)
- বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গেও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ : কে এই অধ্যাপক গালিব?
- জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার : সিভিল সমাজের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক : জঙ্গি কর্মকাণ্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গ্রেনেড-বোমা হামলার গণতদন্ত হবে
- নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে, সিরাজগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা রংপুরে গ্রেনেড উদ্ধার
- নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত
- বাংলাভাইকে নিয়ে মুক্ত-মনার বিশেষ ফিচার